বাংলাদেশে ভোট উৎসব আজ

(১ম পৃষ্ঠার পর) ২৪২ জন নারী এবং ২৪ জন হিজড়া রয়েছে। এবার প্রথমবারের মতো ভোট দিবেন ১ লাখ ৩২ হাজার ২১৭ জন ভোটার। তাদের ভোটেই প্রভাব পড়বে ভোটের মাঠে। ৪টি আসনে ভোট কেন্দ্র রয়েছে ৬৪৭টি। এরমধ্যে ১০৩টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ করতে ১৮ জন নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট, ৫৫ টি মোবাইল টিম, ৯টি স্ট্রাইকিং ফোর্স, ১৭ প্লাটুন বিজিবি, সেনাবাহিনী, র‌্যাব মাঠে রয়েছে। এছাড়াও নিরাপত্তা জোড়দার করতে ড্রোন ব্যবহার করবে প্রশাসন।

হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ- বাহুবল)- এ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়ার বিপরীতে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপি বিদ্রোহী) ঘোড়া প্রতীক নিয়ে সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়া। ২০১১ সালের ২৭ জানুয়ারি উপনির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে চমক লাগিয়ে দেন দেশজুড়ে। এবারও তিনি চমক দেখাতে চান। শেষ মুহূর্তে জামায়াত জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের মাওলানা সিরাজুল ইসলামের ভোটের পাল্লাও কিছুটা ভারী হচ্ছে। সম্প্রতি তার দলের আমির মাওলানা মামুনুল হক নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলায় দুটি সমাবেশ করেছেন। তাই তার ভোট কিছুটা বেড়েছে মনে করছেন সাধারণ ভোটাররা।

সাধারণ ভোটারদের জানান, এ আসনে বিএনপির রেজা কিবরিয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ সুজাত মিয়া মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। তবে শেষ মুহূর্তে লড়াইয়ে এসে যোগ দিয়েছেন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মিরপুরী। ফলে ত্রিমুখী লড়াইয়ে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ আসনে ৫ জন প্রার্থী ভোটের মাঠে রয়েছেন। বাকী দুই প্রার্থী হলেন- ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের প্রার্থী মোহাম্মদ বদরুল রেজা (চেয়ার), জাতীয় সমাজ তান্ত্রিকদল জাসদ এর প্রার্থী কাজী তোফায়েল আহমেদ (মোটরগাড়ি)। এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯২১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫৫৩ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৩০ হাজার ৩৬৩ জন এবং হিজড়া ভোটার ৫ জন। এ আসনে ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৭৭ টি।

হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং- আজমিরীগঞ্জ)- এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বিএনপির দলীয় চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ডা. আবুল মনসুর সাখাওয়াত হাসান জীবন ও ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হয়েছেন দেয়াল ঘড়ি প্রতীকে খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে মনে সাধারণ ভোটাদের ধারণা।

তারা বলেন- এ আসনে বিএনপি বনাম জামায়াত জোটের প্রার্থীর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। দুইজন প্রার্থীই পরিচ্ছন্ন ও সৎ হিসাবে এলাকায় পরিচিত। কে জয়ী হবেন ? এমনটা কেউ বলতে পারছেন না। এই দুই প্রার্থী ছাড়াও মাঠে আছে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাংবাদিক আফম্বার আহমেদ (ফুটবল), জাতীয় সমাজ তান্ত্রিকদল বাসদ এর প্রার্থী লুকমান আহমদে তালুকদার (মই), জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী (লাঙ্গল)। এ মোট ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৭৫৭ ভোটারের এই আসনে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৬৩, নারী ১ লাখ ১৪ হাজার ৫৯০ ও হিজড়া ভোটার আছেন ৪ জন। দুই উপজেলায় ১৫০টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে।

হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জ সদর- লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ)- এ আসনে বিএনপির মনোনীত (ধানের শীষ) প্রতীকের প্রার্থী কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ ও ১১দলীয় জোটের প্রার্থী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি (দাড়ি পাল্লা) অধ্যক্ষ কাজী মহসিন আহমেদ শক্ত লড়াইয়ের আভাস মিলছে। এ আসনে ৬ জন প্রার্থী আছেন ভোটের লড়াইয়ে। অন্য প্রার্থীরা হলেন- ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মহিব উদ্দিন আহমেদ সোহেল (হাতপাখা), জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল মুমিন চৌধুরী (লাঙ্গল), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী শাহিনুর রহমান (ছড়ি), বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের প্রার্থী এসএম সরওয়ার (মোমবাতি)। এ আসনে ৪ লাখ ১৯ হাজার ৫৭৩ জন। পুরুষ ২ লাখ ১৩ হাজার ২৯৮ ও নারী ২ লাখ ৬ হাজার ২৬২ এবং হিজড়া ১৩ জন ভোটার রয়েছেন। ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৩৭টি।

হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট- মাধবপুর)- চা বাগান অধ্যুষিত এ আসনটিতে বিএনপির মনোনীত (ধানের শীষের) প্রার্থী সৈয়দ ফয়সল কঠিন লড়াইয়ে মুখোমুখি ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী আলোচিত ইসলামী বক্তা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী সাথে। এ আসনে ভোটযুদ্ধে আছেন ৯ জন প্রার্থী। বাকী প্রার্থীরা হলেন- বিএনপির বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র প্রার্থী) মিজানুর রহমান চৌধুরী (ঘোড়া), বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের প্রার্থী মোঃ গিয়াস উদ্দিন তাহেরী (মোমবাতি), খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আহমদ আব্দুল কাদের (দেয়ালঘড়ি), বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী শাহ মোঃ আল আমিন, জাতীয় সমাজ তান্ত্রিকদল বাসদ এর প্রার্থী মুজিবুর রহমান (মই), বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী রাশেদুল ইসলাম খোকন (ছড়ি), ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের প্রার্থী রেজাউল মোস্তাফা (আপেল)। এ ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৫২ হাজার ৭১১ জন। পুরুষ ২ লাখ ৭৮ হাজার ৬৬০, নারী ২ লাখ ৭৪ হাজার ৪৯ জন এবং হিজড়া ২ জন ভোটার রয়েছেন। ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১৮৩ টি।

রিটানিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফিন বলেন- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে
১৮ জন নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট, ৫৫ টি মোবাইল টিম, ৯টি স্ট্রাইকিং ফোর্স, ১৭ প্লাটুন বিজিবি, সেনাবাহিনী, র‌্যাব , পুলিশ ও আনসার মাঠে রয়েছে।

র‌্যাবের কঠোর অবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর) এবং ২টি কুইক রেসপন্স টিম মাঠে থাকবে। এ ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে ১৩ জন করে আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন।

সীমান্তবর্তী ও দুর্গম এলাকাগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বিজিবি। জেলায় মোট ১৭ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও র‌্যাব সদস্যরাও নিয়মিত টহল ও নজরদারি অব্যাহত রেখেছেন।

হবিগঞ্জ জে কে এন্ড এইচ কে হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে র‌্যাব কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন। ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে। ব্রিফিং শেষে তিনি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং নিরাপত্তার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেন। ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে পারেন, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে র‌্যাব বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানান।

চুনারুঘাট পৌরসভা কার্যালয়

চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

১৪৩৩ বাংলা সনের জন্য হাট- বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা ইজারা বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং- ০১/২০২৫-২০২৬খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং- ৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০, তারিখঃ ২১-০৯-২০১১ইং (০৬/০৬/১৪১৮ বাংলা) মূলে জারীকৃত হাটবাজার সমূহের ইজারা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী চুনারুঘাট পৌরসভাধীন নিম্নবর্ণিত হাটবাজার ১৪৩৩ বাংলা সনের জন্য ইজারা প্রদানের নিমিত্তে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাইতেছে।

দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের স্থানঃ

(১) চুনারুঘাট পৌরসভা কার্যালয় (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়- চুনারুঘাট (৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, চুনারুঘাট (৮) সোনালী ব্যাংক পিএলসি, চুনারুঘাট শাখা (৫) চুনারুঘাট থানা (৬) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ।

দরপত্রসমূহ নির্ধারিত তারিখে নগদ মূল্যে (অফেরৎ যোগ্য) অফিস চলাকালীন সময়ে ক্রয় করা যাইবে। তবে এক পর্যায়ে ক্রয় করা সিডিউল অন্য পর্যায়ে ব্যবহার করা যাইবে না। যদি কোন কারণে দরপত্র গ্রহনের তারিখ পরিবর্তন করা হয় তাহা হইলে ক্রয়কৃত সিডিউল বাতিল হইবে না। যে পর্যায়ে দরপত্র গৃহীত ও অনুমোদিত হইবে পুস্তিকা অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ের দরপত্র বিক্রয় ও গ্রহন স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্থগিত হইয়া যাইবে।

দরপত্র গ্রহণের স্থানঃ

(১) চুনারুঘাট পৌরসভা কার্যালয় (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়- চুনারুঘাট (৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, চুনারুঘাট (৪) পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ (৬) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ- এ রক্ষিত দরপত্র বাক্সে নিচে বর্ণিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র গ্রহন করা হইবে।

দরপত্র ফরম বিক্রি ও দরপত্র গ্রহণের সময়সূচী

বিবরণ	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ	দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ ও সময়
১ম পর্যায়	০২/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।	০৩/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	০৩/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
২য় পর্যায়	১১/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।	১২/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	১২/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
৩য় পর্যায়	২৪/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।	২৫/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	২৫/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত
৪র্থ পর্যায়	০১/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।	০২/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	০২/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত
৫ম পর্যায়	০৮/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত।	০৯/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	০৯/০৪/২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

হাটবাজার ও অন্যান্য স্থাপনার বিবরণ

ক্রঃ নং	হাট বাজার/স্থাপনার নাম	সরকারি মূল্য	সিডিউল ফরমের মূল্য (অফেরৎ যোগ্য)
১	চুনারুঘাট সরকারী সাধারন বাজার	২১,৮৪,২৯০/-	৫০০০/-
২	চুনারুঘাট সরকারী পশুর হাট	৫,৫৩,১১৭/-	১৮০০/-
৩	উত্তর বাজার ও দক্ষিন বাজার পণ্য উঠানামা স্ট্যান্ড	২৯,২৩,৮৩৫/-	৬৬০০/-
৪	মাছ বাজারের পাবলিক টয়লেট	৩,০০,০০০/-	১২০০/-
৫	উত্তর বাজার মহিলা মার্কেট সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট	৩,০০,০০০/-	১২০০/-
৬	উত্তর বাজার কসাইখানা সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট	১,৫০,০০০/-	১০০০/-
৭	উত্তর বাজার রানীগাঁও রোডে ডিপিএইচ ই কর্তৃক নির্মিত পাবলিক টয়লেট	৩,০০,০০০/-	১২০০/-
৮	উত্তর বাজার কসাই খানা	১,২৮,৯৬০/-	১০০০/-

শর্তাবলী

১। বাংলা ১৪৩৩ সনের ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে চৈত্র ১ (এক) বৎসর মেয়াদকালের জন্য হাট-বাজার ও স্থাপনা ইজারা দেওয়া হইবে।

২। দরপত্র দাতাকে দরপত্রের সহিত দরপত্রে উল্লেখিত দরের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) অর্থ বায়না হিসাবে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে প্রশাসক, চুনারুঘাট পৌরসভার অনুকূলে জমা দিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত টাকা হতে ২৫% অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হইবে। বাকী ৫% অর্থ জামানত হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। ইজারা গ্রহীতা নিজ খরচে হাট বাজার ও স্থাপনা পরিস্কার না করিলে বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করিলে উক্ত জামানত হতে তাহা মিটানো হইবে। বছর সমাপনান্তে অব্যবহৃত টাকা (যদি থাকে) জমাকারীর বরাবর প্রত্যার্পন করা হইবে।

৩। যাহার দরপত্র গৃহীত হইবে, দরপত্র সংবাদ অবহিত হওয়ার ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে দরপত্রে উল্লেখিত দরের অবশিষ্ট ৭৫% (শতকরা পচাত্তর ভাগ) অর্থ, মোট দাখিলকৃত দরের উপর অতিরিক্ত ১০% আয়কর, ১৫% ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) অবশ্যই একই সংগে পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় বাজায়ের জন্য জমাকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত পূর্বক পুনরায় ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

৪। প্রাপ্ত দরপত্রের সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত সংখ্যা যদি সংশ্লিষ্ট হাট-বাজার ও স্থাপনার সরকারী মূল্য হইতে কম হয় তাহা হইলে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হইবে। কাঙ্খিত ইজারা মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫। বিজ্ঞপ্তি টি সংক্ষিপ্ত বিধায় বিস্তারিত শর্তাবলী/তথ্যাবলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাইবে।

৬। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহন বা সকল দরপত্র বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষন করেন।

স্বাক্ষরিত ১০/০২/২০২৬
(মোঃ [illegible])
প্রশাসক
চুনারুঘাট পৌরসভা।

CS CamScanner